মোড়েলগঞ্জে গণধর্ষণের পর হত্যা ॥ সবিতার স্বামী ফের হামলার আশঙ্কায় শঙ্কিত ॥ থানায় জিডি

জনকণ্ঠে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশের পর সর্বত্র তোলপাড়

বাবুল সরদার, জিয়ানগরের রামচন্দ্রপুর থেকে ফিরে ॥ বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামে বাপেরবাড়ি এসে নরপশুদের গণধর্ষণের পর হত্যার শিকার তরুণী বধূ সবিতা রানীর স্বামী পীযূষ হালদার দিশাহারা, শঙ্কায় যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তার ৬ মাসের শিশুপুত্র পিন্টুও ক্রমশ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মায়ের ওপর পৈশাচিক নির্যাতনের সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠলে অবুঝ এই শিশু পিন্টুকে নরপশুরা মেঝেতে ছুড়ে মারে। এরপর থেকে সে নিস্তেজ হয়ে আছে। বুধবার রাতে মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রামে রতিকান্তের বাড়িতে নারকীয় তাণ্ডবের প্রত্যক্ষ শিকার জীবিত সাক্ষী এই পিতা-পুত্র দু'জনেই। ঘটনার পর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে স্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই শিশু পিন্টুকে বুকে নিয়ে পীযূষ তার বাড়িতে বৃহস্পতিবারেই ফিরে যান। তিনি এখন আতঙ্কিত। গণধর্ষণ ও হত্যার কথা উল্লেখ করে ফের হামলার আশঙ্কায় স্থানীয় জিয়ানগর থানায় তিনি শনিবার একটি জিডি করেছেন।

শুক্রবার বহরবুনিয়া গ্রামে গিয়ে তাদের দেখা না পেয়ে শনিবার এ প্রতিবেদক সরেজমিনে হাজির হয় বাগেরহাটের পার্শ্ববর্তী পিরোজপুর জেলার অধুনালুপ্ত ইন্দুরকানী বর্তমানে জিয়ানগর উপজেলার পরতাশী ইউনিয়নের প্রত্যন্ত রামচন্দ্রপুর গ্রামে। মোড়েলগঞ্জের বহরবুনিয়া গ্রাম থেকে খাল, বিল, নদী, সড়ক পেরিয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এ গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কি. মি.। এদিন দুপুরে এ গ্রামের সর্বজনীন পূজা মন্দির সংলগ্ন হালদার বাড়িতে হাজির হতেই আশপাশের চারদিক থেকে নানা বয়সী শত শত নারী-পুরুষ ছুটে আসে। এ সময় এ বাড়ির বারান্দায় শীর্ণ শরীরের এক যুবককে মাথার নিচে দু'হাত দিয়ে খালি গায়ে মাদুরের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার পাশে ছোট্ট একটি শিশু নিস্তেজ পড়ে আছে। এই হলো নিহত সবিতার স্বামী পীযূষ হালদার ও ৬ মাসের পুত্র পিন্টু।

এ বাড়ির উঠানে এনে পীযূষকে একটি ছোট বেঞ্চির ওপর ধরে বসানো হলো। নানা কথা বলার পরেও সে কেবলই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এক সময় তার ছেলে পিন্টুকে কোলে দিলে সে একটানা কাঁদতে শুরু করে। কান্নার বেগ কিছুটা কমলে পীযূষের কাছ থেকে জানা যায়, অপ্রকাশিত বীভৎস আরও অনেক কথা। স্বামী-স্ত্রী-পুত্র তিনজনে শুয়ে ছিল পিছনের বারান্দায়। ঘরে আর কেউ ছিল না। রাত আনুমানিক ২টা/আড়াইটার দিকে মুখোশ পরা ১২/১৪ জন অস্ত্রধারী নলের বেড়া দিয়ে বাঁধা দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। সবিতার ছোট ভাই লিটন সাদিয়ালকে তারা খুঁজতে থাকে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে মারপিট করে এবং বলতে থাকে, এখনও গৈ-ঘর কেটে দিসনি কেন, জেলে থাকা শ্বশুরকে ছাড়াতে আইছিস, মামলার তদ্বির করিস ইত্যাদি ইত্যাদি। তাকে জবাই করতে যাওয়ার কথা বলে টাকাসহ সব মালামাল লুটে নেয়। এরপর গালের মধ্যে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে আসে পিছনের বারান্দায়। এরপর সবিতার পতনের শাড়ি ছিঁড়ে তাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তারপর বিছানায় সবিতাকে ফেলে তার মুখে কাপড় পুরে দিয়ে দু'জন হাত ও পা চেপে ধরে। অন্যরা পাশবিকতায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে শিশু পিন্টু কেঁদে উঠলে তাকে মেঝেতে ছুড়ে মারে। সে নিস্তেজ হয়ে যায়। পীযূষ তার স্ত্রী সবিতার গোঙ্গানির শব্দ শুনতে পান। এর কিছুক্ষণ পর চিৎকার। তারপর সব চুপচাপ।

এ সময় আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পীযূষ জানান, এক পর্যায়ে তিনি শুনতে পান অন্যরা বাইরে গিয়ে সাইদুল ও রাজ্জাক নাম ধরে দু'জনকে ডাক দেয়। তার ধারণা এরা তখনও সবিতাকে অত্যাচার করছিল। পরে তারাও চলে যায়। হাত-পা খোলার জন্য ছোটাছুটির এক পর্যায়ে সে বারান্দা থেকে উঠানে পড়ে যায় এবং চিৎকার শুরু করে। তখন তার শ্যালক লিটনসহ পাশের দুই বয়স্ক মহিলা ছুটে আসে। পরে অন্যরা।

এ কথাগুলো শোনার সময় এ বাড়ির উঠানে উপচেপড়া মানুষের চাপে দম বন্ধ করা পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কমলা, সন্ধ্যা, গৌরাঙ্গ, সুবোধ, মালতী, মলিনা, শিখা, লুনা, গীতা, আরতী, মাধবীসহ সকলেই তখন নরপশুদের ফাঁসির দাবি করেন। পীযূষ তাঁর অসুস্থ পুত্রকে দেখিয়ে বলে ওঠেন, ওরে এখন আমি কি দিয়ে বাঁচাব ...। পুলিশ ঘাতকদের এখনও আটক করতে পারেনি শুনে সবাই আঁতকে ওঠেন। তাঁদের ধারণা সন্ত্রাসীরা এখানেও হামলা চালাতে পারে।

নৃশংস ঐ ঘটনার বর্ণনা জানিয়ে সবিতার স্বামী পীযূষ হালদার স্থানীয় জিয়ানগর থানায় শনিবার একটি জিডি করেন। এতে তিনি উপর্যুপরি গণধর্ষণ ও শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা উল্লেখ করায় ফের ঐ সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে আক্রমণ চালাতে পারে বলে শঙ্কা ব্যক্ত করেন।

এদিকে, শনিবার জনকণ্ঠে পাশবিক ঐ ঘটনার সরেজমিন বহরবুনিয়া প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়েছে। এদিন পত্রিকা পৌঁছনো মাত্র সকালে ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। এ সময় অনেকে ফটোকপি সংগ্রহ করেন।

শনিবার বাগেরহাটের জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেবিনেট ডিভিশনে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ফ্যাক্সে পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসক পিউস কস্তা জানান, ঐ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে। তাঁর ভাষায় অপরাধীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। সহকারী পুলিশ সুপার (মোড়েলগঞ্জ) আবদুল বাতেন জানান, আসামীদের আটকের জন্য জোর তৎপরতা অব্যাহত আছে।